



Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

26 June 2026 / 10 Muharram 1448H

তাদাব্বুরের দৃষ্টিতে আশুরা

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَوَرَّ بِالْقُرْآنِ الْقُلُوبَ، وَأَنْزَلَهُ فِي أَوْجَزِ لَفْظٍ وَأَعْجَزِ أُسْلُوبٍ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْأَبْرَارِ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী সম্মানিত মুসুল্লীগণ,

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার তাকওয়া অবলম্বন করুন। তাঁর সকল আদেশ পালন করুন এবং তাঁর সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন তাঁর সন্তুষ্টি, তাঁর ক্ষমা এবং তাঁর জান্নাতের দিকে আমাদের যাত্রাকে সহজ করে দেন। আমিন, ইয়া রব্বাল 'আলামিন।

প্রিয় ঈমানদার ভাইয়েরা,

আজ তাদাব্বুরভিত্তিক খুতবা ধারাবাহিকের শেষ পর্ব। একই সঙ্গে আজ 'আশুরার দিন'—যে দিনটি হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর সম্প্রদায়কে ফিরআউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি দেওয়ার ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই আসুন, আমরা সবাই তাদাব্বুরের পদ্ধতি অবলম্বন করে সূরা ইবরাহীমের ৬ নম্বর আয়াত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করি।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ
 آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ
 وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾

অর্থঃ আর স্মরণ করো, যখন মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, ‘তোমাদের প্রতি আল্লাহসুবহানাহু ওয়া তা’আলার অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদেরকে ফিরআউনের দল থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন; যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদেরকে জবাই করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত। আর এতে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক মহা পরীক্ষা ছিল।

সম্মানিত মুসল্লিগণ,

প্রথম দৃষ্টিতে আমরা বুঝতে পারি যে, এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে হযরত মূসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা কীভাবে তাদেরকে ফিরআউন ও তার বাহিনীর অত্যাচারের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাদাব্বুরের পদ্ধতি আমাদেরকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করতে আহ্বান জানায়।

হযরত মূসা (আ.)-কে কেন তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার নিয়ামত ও সাহায্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে বলা হয়েছিল?

কারণ সাধারণত মানুষের মধ্যে বিপদ ও পরীক্ষার সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলাকে, তাঁর নিয়ামতসমূহকে এবং তাঁর নানাবিধ সাহায্যকে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। তখন তারা তাদের নিজেদের মহত্ব ও সামর্থ্যের মোহে পড়ে যায় এবং মনে করে যে তাদের অর্জিত সবকিছুই তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টার ফল। অথচ বাস্তবে প্রতিটি নিয়ামতই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার পক্ষ থেকে আসে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কেন এই স্মরণকে হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়কে ফিরআউনের হাত থেকে মুক্ত করার ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করলেন?

কারণ মানুষ যখন অতীতের কষ্ট ও দুর্দশার কথা স্মরণ করে, তখন বর্তমানের নিয়ামতকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে। বনি ইসরাঈল যখন ফিরআউনের শাসনাধীন অবস্থায় তাদের ভোগ করা নির্যাতন ও কষ্টের কথা স্মরণ করত, তখন তারা আল্লাহ প্রদত্ত স্বাধীনতার নিয়ামতকে আরও বেশি মূল্যায়ন করতে পারত।

এই আয়াতের সঙ্গে আশুরার দিনের সম্পর্ক কী?

এই খুতবার শুরুতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, আশুরার দিন আমাদেরকে সেই ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হযরত মূসা (আ.) এবং বনি ইসরাঈলকে ফিরআউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন দেখলেন যে ইহুদিরা ওই দিনে রোজা রাখছে, তখন তিনি তাদের কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন। তারা বলল, এটি সেই দিন যেদিন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর সম্প্রদায়কে বিজয় দান করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যার অর্থ হলো

“মূসা (আ.)-এর প্রতি তোমাদের চেয়ে আমাদের অধিকার ও সম্পর্ক আরও বেশি।” এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও সেদিন রোজা রাখলেন এবং সাহাবিদেরও রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন। (আল বুখারী)

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আশুরার দিনের শিক্ষা কি কেবল রোজা রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ? অবশ্যই নয়। কারণ সূরা ইবরাহীমের ৬ নম্বর আয়াতের তাদাব্বুর থেকে, যা আমরা আলোচনা করছি, এমন দুটি শিক্ষা রয়েছে যা আমরা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি।

প্রথমত: শুধু মুখের কথায় নয়, কর্মের মাধ্যমেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

কৃতজ্ঞতার গুণ আমাদেরকে শেখায় যে, আল্লাহ আমাদের যা দিয়েছেন তার মূল্যায়ন করতে, বরং যা এখনো পাইনি তা নিয়ে যেন আমরা ব্যস্ত না হয়ে পড়ি। তবে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা শুধু “আলহামদুলিল্লাহ” বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

যখন একজন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে কৃতজ্ঞ হয়, তখন সেই অনুভূতির প্রতিফলন তার কাজ ও আচরণে প্রকাশ পায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ইহুদিরা আল্লাহর সাহায্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আশুরার দিনে রোজা রাখত।

অনুরূপভাবে, আমাদের কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ পেতে হবে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতগুলোকে কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করার মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সম্পদ অভাবগ্রস্তদের সাহায্যে ব্যয় করা যেতে পারে। আমাদের সময় পিতা-মাতা ও পরিবারের সেবায় কাজে লাগানো যেতে পারে। আমরা যে জ্ঞান অর্জন করেছি, তা সমাজকে উপকৃত করা ও সঠিক পথনির্দেশ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত: অন্যের দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষার প্রতি সহমর্মিতা গড়ে তোলা।

হযরত মূসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে জুলুম ও নির্যাতনের বোঝা থেকে মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। আজ আমাদেরও, মুমিন হিসেবে, অন্যদের দুর্দশা ও কষ্টের প্রতি সচেতন ও সংবেদনশীল হওয়া উচিত।

কারণ বর্তমান যুগে মানুষের জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নানা রূপে দেখা দেয়। কিছু ঘটে সাইবার জগতে, কিছু কর্মক্ষেত্রে, আবার কিছু ঘটে নিজ ঘরের মধ্যেই; যেমন শারীরিক, মৌখিক ও মানসিক নির্যাতন। শুধু সহানুভূতি প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়; বরং একজন মুমিনের উচিত নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্যের হাত

বাড়িয়ে দেওয়া। যেমন, ভুক্তভোগীদের অধিকার রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি জানানো বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করা।

নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাহায্য অবশ্যই আসবে। তবে একই সঙ্গে একজন মুমিনের উচিত সেই সাহায্যের একটি মাধ্যম হওয়ার চেষ্টা করা—যাতে সে বিপদগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে, তাদের সাহায্য করতে পারে এবং তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রিয় ঈমানদার ভাইয়েরা,

যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত আশুরার দিনকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে অধিক হকদার হয়, তবে আমাদের জন্য সমীচীন হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিয়ামতসমূহকে পূর্ণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা এবং আমাদের ভাই-বোনদের দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশার প্রতি আরও বেশি যত্নশীল ও সংবেদনশীল হওয়ার চেষ্টা করা।

এই গুণাবলি কুরআনের সঙ্গে একটি অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে বিকশিত হতে পারে। অর্থাৎ, কুরআন তিলাওয়াত করা, এর বার্তাসমূহ নিয়ে তাদাব্বুর করা এবং গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা। তবে তা যেন কেবল ব্যক্তিগত উপলব্ধি বা নিজস্ব ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল না হয়; বরং প্রতিষ্ঠিত ও নির্ভরযোগ্য তাফসিরবিদ আলেমদের ব্যাখ্যার আলোকে পরিচালিত হয়। এর ফলে কুরআন সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি হবে সঠিক, সুদৃঢ় ও নির্ভুল, এবং তা আমাদের আত্মার জন্য হবে কার্যকর পুষ্টি।

এর মাধ্যমে “তাদাব্বুরভিত্তিক খুতবা” ধারাবাহিকের সমাপ্তি ঘটছে। আমরা আশা করি, গত চার সপ্তাহে আলোচিত তাদাব্বুরের এই পদ্ধতি আমাদের জন্য শিক্ষা ও দিকনির্দেশনার উৎস হবে এবং এমন একটি জীবন গঠনে সহায়তা করবে, যা আমাদেরকে ক্রমাগত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আরও নিকটবর্তী করে তুলবে।

আমিন, ইয়া রব্বাল ‘আলামিন।

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ.

Second Sermon

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْغَرِيزِ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقُرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنْ مَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْخُرْبَ وَالْإِعْتِدَاءَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَوْدُعُكَ أَنْفُسَنَا وَأَهْلَنَا وَبِلَادَنَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِ الْمُفْسِدِينَ، وَكَيْدِ الْمُعْتَدِينَ، وَظُلْمِ الظَّالِمِينَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ.

اللَّهُمَّ أَنْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعِفِينَ فِي عَزَّةٍ وَفِي فَلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةٍ،
يَا لِرَحْمَةِ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَكُفْرَهُمْ فِرَاجًا، يَا
رَبَّ الْعَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ
يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِيكُمْ، وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.